‘মিম্বারুত তাওহিদ’ সংকলিত

কিশোর তাওহিদ শিক্ষা

পুনঃসংকলন, সংযোজন ও বিন্যাস

তাইব হোসেন

নিরীক্ষণ

উসতায শাইখুল ইসলাম

প্রকাশনা বিভাগ, ইলমওয়েব

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যখন একটি শিশু কিশোর বয়সে পৌঁছে, তখন সে ধীরে ধীরে জীবন সম্পর্কে শিখতে শুরু করে। এই সময়ে তার মন নানা বিষয়ে আগ্রহী হয় এবং এই সময়ে তার মন একটি আদর্শ ধারণ করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে, যা তার ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করে। তাই, এ বয়সটি দ্বীন শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিশোর বয়সে তাকে তাওহিদের জ্ঞান শিক্ষা করানো সবার আগে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ, তাওহিদ হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি এবং মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তাওহিদের জ্ঞানই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

'কিশোর তাওহিদ শিক্ষা' বইটি কিশোর পাঠকদের মানসিক সক্ষমতা ও কৌতূহলকে বিবেচনায় রেখে সংকলন ও বিন্যাস করা (লেখা) হয়েছে, যেন তারা তাওহিদের মৌলিক ধারণাগুলো সহজেই আত্মস্থ করতে পারে। আমরা আশা রাখি, এই বইয়ের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা তাওহিদের গভীরতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হতে অনুপ্রাণিত হবে।

প্রকাশনা বিভাগ, ইলমওয়েব
২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

সূচি

প্রথম অধ্যায়

তাওহিদ-পরিচিতি ■ ১২

তাওহিদ : গুরুত্ব ■ ১২

সংজ্ঞার্থ ■ ১৩

তাওহিদের প্রকারভেদ ■ ১৪

তাওহিদের প্রতিদান ■ ১৪

তাওহিদের বাস্তবতা ■ ১৫

অনুশীলনী ■ ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ ■ ১৮

সংজ্ঞার্থ ■ ১৮

সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তা ■ ২০

তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ফলাফল ■ ২২

অনুশীলনী ■ ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

তাওহিদুল উলুহিয়াহ ■ ২৭

সংজ্ঞার্থ ■ ২৭

তাৎপর্য ও বাস্তবতা ■ ২৮

তাওহিদুল উলুহিয়াহর ফলাফল ■ ৩১

রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহর সম্পর্ক ■ ৩২
অনুশীলনী ■ ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত ■ ৩৫
সংজ্ঞার্থ ■ ৩৫
আল্লাহর গুণবাচক নাম ■ ৩৬
আল্লাহর মহান গুণাবলি ■ ৩৮
আসমা ওয়াস সিফাতের ফযিলত ■ ৪০
তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ফলাফল ■ ৪২
অনুশীলনী ■ ৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

নাওয়াকিদুত তাওহিদ ■ ৪৭
সংজ্ঞার্থ ■ ৪৭
প্রকার ■ ৪৭
বিশ্বাসগত তাওহিদ ভঙ্গের কারণ ■ ৪৭
উক্তিগত তাওহিদ ভঙ্গের কারণ ■ ৪৯
কর্মগত তাওহিদ ভঙ্গের কারণ ■ ৫০
সতর্কতা ও সাবধানতা ■ ৫২
অনুশীলনী ■ ৫৫

উত্তরপত্র ■ ৫৭

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৫৭

প্রথম অধ্যায়

তাওহিদ-পরিচিতি

তাওহিদ : গুরুত্ব

এই মানবজাতি উত্থানের কারণ উদ্‌ঘাটন প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের ভাবনা-চিন্তার মূল ছিল যুগে যুগে। সভ্যতার উত্থানপতনে মানবসৃষ্টির হেতু বরাবরই মানুষের কৌতূহলের বিষয়বস্তু ছিল। মানুষ জানতে চায় কেন এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, কেনই বা তার এখানে আসা আর কোথায় তাকে যেতে হবে, তার কাজটাই বা কী। মানুষ যখনই তার সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও মস্তিষ্কে এগুলো ভাবতে গিয়েছে, এগুলোর সমাধান বের করতে গেছে, তখনই সে বিভ্রান্ত হয়েছে। ফলে কিছু মানুষের চিন্তালব্ধ জ্ঞানের কুফল ও ভ্রষ্টতার মাশুল দিতে হয়েছে পুরো মানবজাতিকেই। মূলত মানুষ যখন তাঁর এক উপাস্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তখনই এর বিপর্যয়ের ধারা শুরু হয়ে গেছে। ওয়াহিলব্ধ জ্ঞানকে নিজস্ব চিন্তালব্ধ জ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দিতে না-পারাই ব্যর্থতার যত কারণ।

> যিনি এই পুরো বিশ্বব্যবস্থাসহ মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সসীম ও সীমাবদ্ধ সৃষ্টিজগৎ, তিনি ছাড়া এই কারণ উদ্‌ঘাটনের মূল জ্ঞান এবং প্রশ্নাবলির সমাধান কেউ দিতে পারবে না, আর পারেওনি। পারেনি বলেই মানবতার এই বিপর্যয় আজ প্রত্যক্ষ করছে সমগ্র মানবজাতি।

আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর প্রিয় বান্দা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে কল্যাণ ও প্রভূত উৎকর্ষের দিকে পথ দেখিয়েছেন বারবার। এ জন্য নিজে তিনি জ্ঞান পাঠিয়েছেন, ওয়াহি পাঠিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন। নিষ্পাপ নবিরাই ছিলেন সেই ওয়াহির জ্ঞানের ধারক ও বাহক। আল্লাহ তাঁদের মাধ্যমেই জানিয়ে দিয়েছেন মানবসৃষ্টির সেই কারণ। আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> 'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।'[১]

আল্লাহ সেই কারণ এক কথাতেই জানিয়ে দিলেন—একমাত্র তাঁরই ইবাদত, অর্থাৎ তাওহিদ। তাওহিদ সেই মূল কারণ, যার জন্য সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ অবধি ধর্ম বনাম অধর্মের যুদ্ধ চলছে। এ সেই কারণ, যার জন্য নাযিল হয়েছে সালাত, যাকাতসহ পুরো শরিয়াহব্যবস্থা। তাওহিদ সেই কারণ যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে জান্নাত-জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা এই মানবজাতির মুক্তির পথ নির্ধারণ করেছেন তাওহিদের বিশুদ্ধতার ওপর। মানুষ এই পথ থেকে ছিটকে পড়ে বারবার হোঁচট খেয়েছে, এই পথ থেকে ওই পথ, এই কুসংস্কার থেকে ওই অধর্মের পথে অন্ধকারে হাতরে বেড়িয়েছে বারবার। তৈরি করেছে নানা মতবাদ, পথ ও জীবনপদ্ধতি।

সংজ্ঞার্থ

আল্লাহকে তাঁর রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত ও আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে এক ও একক সাব্যস্ত করাকে তাওহিদ (একত্ববাদ) বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, ইবাদত, নাম ও গুণাবলিতে তাঁর একত্ব স্বীকার করা।

---

[১] সুরা আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬

অনুশীলনী

■ এক কথায় উত্তর দাও

১. তাওহিদের প্রতিদান কী?
২. জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টির কারণ কী?
৩. জিন ও মানবজাতিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?
৪. আল্লাহ আমাদের কেন পরীক্ষা করেন?
৫. আল্লাহ কেন নবি পাঠিয়েছেন?

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১

তাওহিদ কত প্রকার?

ক. কোনো প্রকার নেই | খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার | ঘ. দুই প্রকার

২

তাওহিদের প্রতিদান কী?

ক. ক্ষমা ও জান্নাত | খ. নিরাপত্তা
গ. সন্তুষ্টি ও জান্নাত | ঘ. সবগুলো

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ

সংজ্ঞার্থ

রুবুবিয়াহ (ربوبية) শব্দের অর্থ প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, অভিভাবকত্ব, প্রতিপালন, লালনপালন। তাওহিদুর রুবুবিয়াত হচ্ছে, মুমিন ব্যক্তি কোনো ধরনের দ্বিধা-সংশয় ছাড়া একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, সৃষ্টির পরিচালক, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, শরিয়াতপ্রণেতা ও বিধানপ্রণেতা হিসেবে বিশ্বাস করবে এবং সত্য বলে মেনে নেবে। রব হচ্ছেন মালিক, শাসনকর্তা, মনিব, লালনকারী, অনুগ্রহকারী ইত্যাদি।

■ আল্লাহ পুরো জগতের রব (পালনকর্তা)। আল্লাহ বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব (পালনকর্তা)।’[৫]

■ আল্লাহই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘আল্লাহই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছুই করো না

[৫] সুরা আল-ফাতিহা, ১ : ২

কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।'[৬]

■ তিনি একাই মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদসহ সব সৃষ্টির রিযক দিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

'পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই।'[৭]

■ তিনিই একক সত্তা, যিনি সমগ্র পৃথিবী ও সমস্ত সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা ও বিন্যস্ত করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর না আছে কোনো সহযোগী আর না আছে কোন অংশীদার। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার মতোও কেউ নেই। আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

'বলো, "কে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? জীবিতকে মৃত থেকে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে কে বের করেন? সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন?" তখন তারা বলবে—আল্লাহ।'[৮]

■ তিনি পুতপবিত্র সেই সত্তা, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

[৬] সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৬

[৭] সুরা হুদ, ১১ : ৬

[৮] সুরা ইউনুস, ১০ : ৩১